ধারাবাহিক

শেষ পারানির কড়ি

অনুপ ঘোষাল

পূর্বকথা ঃ অমৃতা ও সদানন্দ বুঝতে পারছে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা আর এক অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু বিধবা বিয়ে! চিন্তা ছিল টাপুর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারবে না। বাস্তবে দেখা গেল, টাপুর অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। সে নিজে সদানন্দকে চায় এমন একটা নাটক করে যাচাই করে নেয় সদানন্দ–অমৃতার প্রেম কতটা গভীর। টাপুরের চিন্তা ছিল তার বিয়ে হয়ে গেলে তার যৌবনবতী মায়ের নিঃসঙ্গ জীবন কাটবে কীভাবে? সদানন্দকে দেখেই টাপুর বুঝে যায়, সে প্রশ্নের উত্তর মিলে গিয়েছে।

২৯

তবে যে ওকে বলেছিলি, তোর কে একজন মনের মানুষ আছে!

– আছেই তো! তিনিই আসছেন আজ। কালকেই ওকে আসতে বললাম। ও যাতে আমার এই নাটকের পর নিজে তোমাদের নিশ্চিন্ত করতে পারে।

সদানন্দ এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। চোখেমুখে স্বস্তি। বিধ্বস্ত ভাবটা ওর দ্রুত কেটে যাচ্ছে। টাপুরকে সে জিজ্ঞেস করল, ছেলেটি কে?

মিটিমিটি হাসছে মেয়ে। আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের নতুন টিচার। দীপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আট–দশ মাস হল জে.এন.ইউ–এ রিসার্চ শেষ করে এসে ডক্টর ব্যানার্জি বিশ্বভারতীতে অ্যাসিস্ট্যাট প্রোফেসর হিসেবে জয়েন করেছেন। এর মধ্যেই ... না, তোমরা আগে দ্যাখো – কেমন লাগে। বয়সেও মানানসই, মা আপত্তি করতে পারবে না। সবে সাতাশ।

অমৃতা এখন পর্যন্ত তর্কাতর্কির ধকলটা সামলাতে পারেনি। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় বলে, বাব্বা, জোর অ্যাক্টিং শিখেছিস তা হলে! সত্যিই খুব বড় হয়ে গিয়েছিস, বুঝতে পারছি।

– হ্যাঁ, মা। বড্ড বড় হয়ে গিয়েছি। সারা জীবন তুমি অনেক কষ্ট করেছ। এই বিশাল সম্পত্তি রক্ষা করেছ। বাবা তো ... যাক গে! তোমাকে একা ফেলে বিয়ে থা করে চলে যাব, ভাবতেই পারছিলাম না। তোমাদের দু'জনকে দেখে সত্যিই আজ ভালো লাগছে। নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে। দীপায়নদাকে তোমাদের অপছন্দ হবে না মা, আসছে তো – দেখো।

আগের অস্বস্তিকর পরিবেশটা সহজ হয়ে আসে অল্পক্ষণেই। কাজের ছেলেটিকে একটু আগে মেয়ের জন্য কাঁটাহীন ছোটমাছ – পাবদা বা ট্যাংরা আনতে বলেছিল। নদীর ছোট মাছ টাপুর ভালোবাসে। ছেলেটি এসে খবর দিল, গঙ্গার বড় সাইজের ট্যাংরা পাওয়া গিয়েছে। পার্শেও এনেছে। সদানন্দের পছন্দের ইলিশ তো আছেই ফ্রিজের মধ্যে। কিন্তু সেটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না।

রান্নার বামুনমাসিকে সব জোগাড় করার হুকুম দিয়ে অমৃতা বলল, আমিই আজ রান্না করব।

টাপুরের আপত্তি, বাঃ বললাম না আজকে রান্নার দায়িত্বটা আমার! দীপায়নদা খেপায়, মায়ের নাকি আদুরে মেয়ে, কিচ্ছু জানি না। আজ একটু জাহির করবার সুযোগ ছাড়ি কেন? ট্যাংরাটা আমিই রাঁধব পেঁয়াজ আর শুকনো লঙ্কাবাটা দিয়ে খুব রিচ করে। তুমি কড়া করে পার্শেটা ভেজে দিও। ওটা করব গা–মাখা সরষেবাটার ঝাল। জমবে না?

অমৃতা হাসছে, ফ্রিজে বহরমপুরে নতুন বাজার থেকে আনা তোপসে ছিল যে!

–ওমা, তাই? ফাইন। মাছ দীপায়নদার দারুম ফেভারিট। তুমি ওটা হবু জামাইয়ের জন্য বেসন আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে গরমগরম ভেজে দিও পাতে।

সদানন্দ খুব হাসছে, বাহ্, এই বেচারা বাদ? আমার জন্য নয়!

টাপুর দু'চোখে কপট ধমকের ভঙ্গি এনে বলে, না। তোমার জন্য আবার কী? এখন থেকে তুমি এ বাড়ির হোস্ট। তুমিই তো আপ্যায়ন করবে। ফ্যামিলির কর্তা বলে কথা! তারপর সুর পালটে বলল, আছে গো আছে। দেখে ফেলেছি। তোমার জন্য ইলিশ।

সকাল ৯টায় ট্রেনটা ছাড়ে শান্তিনিকেতন থেকে। রামপুরহাট–নলহাটি হয়ে আজিমগঞ্জে সাড়ে এগারোটার মধ্যে এসে যাওয়ার কথা। ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল পৌনে বারোটা নাগাদ। সদরঘাট থেকে দীপায়নকে রিকশা নিয়ে চলে আসতে বলেছিল টাপুর, কিন্তু অমৃতা ডাবলুকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে ঠিক সময়ে। বারোটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে গেলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি।

চেয়ে দেখার মতো ছেলে। একটু চাপা গায়ের রং, কিন্তু স্বাস্থ্যটা দারুণ। সদানন্দর থেকেই ইঞ্চিদুয়েক লম্বা, ছ'ফুটের কাছাকাছি। তীক্ষ্ণ নাক। চশমার নীচে ঝকঝকে চোখ দু'টো। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো চকচকে মুখখানা। বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে। সদানন্দর মতো সাহেব নয়, টল ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম।

ছেলেটি যেন একটু সংকুচিত। কথা কম বলছে, বিশেষত সদানন্দর কাছে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। পরিবারে ওর অবস্থানটা ধরতে পারছে না হয়তো।

অমৃতার ছেলেটিকে বেশ পছন্দ। সদানন্দকে আড়ালে ডেকে বলল, তুমি তো পোড় খাওয়া মানুষ, একটু কথা বলে দ্যাখো না! কেমন ফ্যামিলি ট্যামিলি?

এর মধ্যে টাপুর ছেলেটিকে তার স্নানের জায়গা, থাকার ঘর – এ সব দেখাতে গিয়ে সদানন্দর বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে ফেলেছে। এখানে আসার আগেই মায়ের সঙ্গে সম্ভাব্য সম্পর্কটার আঁচ দিয়ে রেখেছিল। খোলামেলা মনের তরুণ অধ্যাপকটি চমকে ওঠেনি। এখন ও টাপুরকে জানিয়ে দিল, ভদ্রলোককে ওরও খুব ভালো লেগেছে।

জমিয়ে খাওয়াদাওয়া হল দুপুরে। অমৃতা আজ টেবিলে বসেনি। সদানন্দ দীপায়ন আর টাপুরকে পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে নিজে। টাপুরকে দীপায়ন নিছক ভাল ছাত্রী বলেই জানত। দেখতে দারুণ, সাজগোজ করতে ভালোবাসে। হইহই করে ঘুরে বেড়ায়। নাটকের দল নিয়ে মেতে থাকে। সে এমন চমৎকার পদ্মপাতায় মুড়ে তেলসরষে দিয়ে ভাপা–ইলিশ রেঁধে মাত করে দেবে, ভাবতেই পারেনি। পার্শে, ট্যাংরা, তোপসে – জমেছে দারুণ। চারটে মাছের পদ দীপায়নের পাতে জীবনে পড়েনি। শেষ পাতে ছিল জিয়াগঞ্জের বিখ্যাত রাবড়ি আর বাগানের কোহিতুর আম। রাজবাড়ির দুই জামাইয়ের রাজসিক ভূরিভোজ।

দীপায়নকে চলে যেতে হচ্ছে সাড়ে তিনটের ফিরতি গণদেবতা এক্সপ্রেসে। পরদিন সকালে ক্লাস। তারপর ৯টা থেকে অ্যাডমিশন টেস্টের কাউন্সেলিং। যাওয়ার আগে সে সেরে নিল অমৃতা আর সদানন্দর সঙ্গে জরুরি কথাবার্তা।

দীপায়নের বাবা সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতায় অফিস। বিভাগীয় মুখ্য বাস্তুকার। মা শান্তিনিকেতনেই সংগীতভবনের অধ্যাপিকা, সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। গুরুপল্লীতে নিজেদের বিশাল বাড়ি। বালিগঞ্জের ম্যান্ডেভিল গার্ডেনেস–এ ফ্ল্যাট। বাবা থাকেন সেখানে। সপ্তাহান্তে তাঁর শান্তিনিকেতনে যাতায়াত। একমাত্র সন্তান গবেষণার পর বিশ্বভারতীতেই শিক্ষকতার চাকরি পেতে মা–বাবা দু'জনেই খুশি, নিশ্চিন্ত। মাঝে কিছুদিন কানাডায় কাজ করে এসেছে দীপায়ন। ওর বাবা–মা আরও খুশি, ছেলে মনের মতো জীবনসঙ্গিনীর খোঁজ পেয়েছে বলে। অক্সফোর্ডে ওর একটা পোস্ট–ডক্টরাল ফেলোশিপ পাওয়ার কথা চলছে। বাবা–মা চান, বিয়েটা তার আগে সেরে ফেলতে হবে। ওঁদেরও ছেলের ছাত্রীটিকে খুব পছন্দ। বিশলাখিতে এসে সরাসরি প্রস্তাবটা রাখতে চান।

এমন সোনার টুকরো পাত্রটিকে অগ্রাহ্য করার সাধ্য অমৃতারও নেই। তবে মেয়ের বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনায় একটু ক্ষুণ্ণ। তার ধারণা, উন্নত দেশের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেলে অনেকেই আর ফিরতে চায় না। এখানে রাজবাড়ির এত সম্পত্তি, ব্যাংক উপচানো টাকাপয়সা তা হলে আর কাদের জন্য? সে আর সদানন্দ কি বাকিটা জীবন এই বিপুল বিষয়সম্পত্তির জোগানদার হয়ে কাটাবে বিশলাখিতে?

এমন আশঙ্কার কথা শুনে দীপায়ন ভরসা দিল, আপনারা নিশ্চিন্তে